THE

BIOGRAPHY

OF

CAPTAIN D. L. RICHARDSON

IN THE

Vernacular Tongue

CHIEFLY TRANSLATED FROM THE SKETCHES OF HIS LIFE BY MR. J. KAYE

AND

PARTLY DRAWN UP FROM MATERIALS COLLECTED FROM VARIOUS OTHER SOURCES.

CALCUTTA:

PRINTED BY D'ROZARIO AND CO., 8, TANK SQUARE.

1858

কাপ্তেন ডি, এল, রিচর্ডসন সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত।

কে সাহেব প্রণীত উক্ত মহাশয়ের সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত ও অন্যান্য স্থান হইতে মর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়া বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইল।

কলিকাতা।

জি রোজারিও এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৬৪ সাল।

কাপ্তেন ডি, এল, রিচর্ডসন সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত।

ডেভিড্ লিষ্টর রিচার্ডসন সাহেব ১৮০১ খৃষ্টীয় অব্দে ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বঙ্গদেশীয় সৈন্য সম্পর্কীয় কর্নেল্ ডেভিড্ টামস্ রিচার্ডসন্ সাহেবের পুত্র। এই কর্ণেল মহাশয় "আসিয়াটিক্ রিসর্চেস্"* অর্থাৎ আসিয়া প্রদেশীয় বিদ্যানুশীলন বিষয়ক পত্রিকায় রচনা লিখিয়া যেরূপ আনুকূল্য করিতেন তাহাতে বোধ হয়, সাহিত্য বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। আসিয়া প্রচলিত ভাষায় প্রকৃষ্ট পারদর্শিতা থাকাতে তিনি বিশেষ অনুরাগী হইয়া কখন২ এতদ্দেশীয় কবিতা ইংরাজি ভাষায় অনায়াসে প্রকৃতরূপে অনুবাদ করিতেন। তর্ক সম্বন্ধীয় কতিপয় কবিতা নিবদ্ধ কুদ্রুতেরা† কৃত এক

* Asiatic Researches. † Qoodrut.

খানি পুস্তক তৎকর্ত্তৃক ইঙ্গরাজি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া "উইকৃলি রিবিউ"* নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ অনুবাদ কিরূপ চমৎকার ও মনোহর তাহা তৎ পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। ডেভিড লিষ্টর রিচার্ডসন সাহেব বাল্যকালে স্বদেশীয় এক বিদ্যালয়ে কিয়ৎকাল বিদ্যোপার্জ্জন করেন। পরে অসাধারণ অধ্যবসায়িতা বুভুৎসা ও প্রতিভা প্রভাবে স্বদেশ ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হয়েন। এবং ১৮১৯ খৃঃ অব্দে মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধ বিষয়ক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পর বৎসরে বকিম্হাম সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত "কলিকাতা জর্নেল"† নামক সম্বাদ পত্রিকায় কবিতা লিখিয়া আনুকূল্য করাতে তিনি জনসমাজে কবিরূপে বিখ্যাত হয়েন। ঐ সকল রচনায় ডি, এল, আর,‡ এই বর্ণত্রয়ে তাঁহার নাম সংক্ষেপে স্বাক্ষ-

* Weekly Review.

† Calcutta Journal then under Mr. Buckingham's editorial management.

‡ D. L. R.

ভূমিকা।

সুশিক্ষক বা উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিতে প্রায় পাঠক মাত্রেই অভিলাষী হয়েন এ বিবেচনায় এতদ্দেশীয় কতিপয় কালেজের প্রিন্সি-প্যাল, ইংরাজি গ্রন্থের দোষ গুণ বিচারজ্ঞ, সুকবি, কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত বঙ্গ ভাষায় প্রস্তুত করা গেল। ইনি ইংরাজি সাহিত্য বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে এবং এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের শিক্ষা প্রদান বিষয়ে মহোপকার করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তক সরজন্ মেলকম ও লার্ড মেটকাফ সাহেবের জীবন চরিত এবং আফ্গানিস্থানের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক জন্ কে সাহেব প্রণীত উক্ত মহাশয়ের সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত ও অন্যান্য স্থান হইতে মর্ম্ম সঙ্কলন পূর্ব্বক অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইল। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে যে সকল অংশ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করা সুসঙ্গত বোধ হয় নাই তাহা পরিত্যক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইল॥

PREFACE.

It is observed that the majority of readers feel inclined to peruse the biography either of a good teacher or of a pleasing and instructive author. If the readers are generally interested in the personal history of an author or a teacher, we may fairly expect that the following book will be well received, for the subject of it has been well known here for more than quarter of a century both as a Principal of a College, and as a Poet and a Critic. Captain D. L. Richardson has done lasting service to the cause of English Literature and to the great cause of Native Education in Bengal. The Biography of Captain D. L. Richardson here written in the vernacular tongue, is chiefly a translation from the Sketches of his Life by Mr. Kaye, (the author of the well known History of the War in Afghanistan, the Life of Sir John Malcolm and the Life of Lord Metcalfe) and partly by materials collected from various other sources.

Such alterations and omissions have been made in the translation as were deemed necessary to adapt the matter to the vernacular tongue as well as to bring down the personal History to the present time.

THIS

LITTLE BOOK

IS,

WITH THE BEST WISHES OF THE WRITER,

INSCRIBED TO

BABU WOOMES CHUNDER DUTT

HONORARY SECY. TO THE MANAGING COMMITTEE
OF THE HINDU METROPOLITAN COLLEGE,

AND TO THE

STUDENTS AND EX-STUDENTS

OF

CAPTAIN D. L. RICHARDSON.

রিত হইত। ঐ সংক্ষেপাক্ষর এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রায় পাঠক মাত্রেই বিদিত আছেন। ১৮২২ খৃঃ অব্দে তিনি স্বকৃত কতক গুলিন কবিতায় এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত করিয়া উহার নাম লেখনীয় পত্রে* আপন নাম সম্পূর্ণ রূপে লিখিয়া কলিকাতা মহানগরীতে প্রকাশ করিলেন। উহার রচনা প্রশংসনীয় হয় নাই। তাঁহার ইদানীন্তন উৎকৃষ্ট রচনার সহিত তুলনা করিলে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতে পারে। ফলতঃ কবিগণ যখন বিশেষ যশস্বী হইয়া উঠেন তখন তাঁহারা সামান্য নৈপুণ্য সহকারে যে সকল গ্রন্থ পূর্ব্বে লিখিয়া থাকেন সে সমুদায় প্রায়ই অবজ্ঞা করেন। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে চিকিৎসা নিদর্শন লিপি† অনুসারে বিদায় লইয়া ইয়ুরোপে যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডে উপনীত হইয়া তাঁহার মনে যে রূপ ভাবোদয় হইয়াছিল তাহা "সন্তান সন্ততি ও প্রবাসিদিগের প্রত্যাগমন"‡ নামক রচনাদ্বয়ে

* Title page. † Medical certificate.

‡ Essay on "children" and "The Return from Exile."

এমন প্রকৃত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে তৎপাঠে সকলেই চমৎকৃত হইয়া থাকেন।

১৮২৫ খৃঃ অব্দে কতকগুলিন সংগীত ও অন্যান্য বিষয়ক কবিতা লিখিয়া "সনেট্স এণ্ড আদর পোয়েমস্"* নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত করিয়া লণ্ডন মহানগরে প্রকাশ করেন। উহা অত্যন্ত সমাদরে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয়। গ্রন্থের দোষ গুণ বিচারক সমস্ত পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়েরা ঐ পুস্তকের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। প্রায় কোন গ্রন্থই এ প্রকার সর্ব্ব সাধারণের প্রশংসার্হ হয় নাই। ইহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে ইংলণ্ডের অত্যুত্তম গ্রন্থ প্রকাশক সুবিখ্যাত মেসরস্ "জোন্স এণ্ড কোম্পানি"† মহোদয়গণ আপনাদিগের সংগৃহীত ব্রিটেনীয় কবিদিগের গ্রন্থ মধ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক সন্নিবেশিত করিবার জন্য গ্রন্থকারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহা রিচার্ডসনের পক্ষে কি পর্য্যন্ত সম্মানের বিষয় তাহা

* Sonnets and other Poems.

† Messrs. Jones & Co.

পাঠক বর্গ বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি-বেন যেহেতু তৎকালীন কবি কুল মধ্যে কেবল রিচার্ডসন সাহেবের গ্রন্থই ঐ বিখ্যাত সংগ্রহ মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থ ১৮২৭ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হয়। ঐ সময়ে রিচার্ডসন সাহেব মহানগর লণ্ডনে "লণ্ডন উইক্‌লি রিবিউ"* নামে এক পত্রিকা প্রচার করিবার কল্পনা করিয়া তদ্বিষয়ে আপন পৈতৃক প্রচুর ধনের অধিকাংশ ব্যয় করেন। ইঁহার প্রতিপালক পিতৃব্য কর্ণেল সরউড† এতদ্দেশীয় গোলন্দাজ সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রিচার্ডসন সাহেবকে কহিতেন "এই অল্প ঐশ্বর্য্যে ভারতবর্ষে তুমি এক জন ধনাঢ্য পদাতিক সেনাপতির ন্যায় কালযাপন করিতে পারিবে কিন্তু স্ব-দেশে প্রত্যাগমন করিলে তোমাকে সামান্য লোকের ন্যায় থাকিতে হইবে"। কর্ণেল সাহেবের এই ভাবি কথা যথার্থই ঘটিল। "আনেটমি আব্ সোসাইটি, মারগেরেট

* London Weekly Review.

† Coll. Sherwood of the Bengal Artillery.

রেভেন্সক্রাপ্ট এবং পূর্ব্বদেশীয় ভ্রমণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক পুস্তক প্রকাশক মেষ্টর সেণ্ট জনের* সহিত ঐক্য হইয়া রিচার্ডসন সাহেব ঐ পত্রিকা স্থাপন করতঃ উহার স্বত্বাধিকারী হইলেন। হাজ্‌লিট্, বউরিং, রসকাউ, মইয়র, প্রিঙ্গেল ও অন্যান্য বিখ্যাত লেখকেরা† ইহাতে রচনা লিখিয়া আনুকূল্য করিতেন। লণ্ডন নগরালয়ে যত সাপ্তাহিক পত্রিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত সকলের অপেক্ষা ইহা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। এই কার্য্যে যেপর্য্যন্ত উন্নতি হইতে হয় তাহা হইয়াছিল; ফলতঃ ইহাতে তিনি এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে জন্ মরে সাহেব‡ এই পত্রিকার অর্দ্ধেক স্বত্বাধিকার করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছিলেন। ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া রিচার্ডসন সাহেব অত্যন্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় কর্ম্ম করি-

* Mr. St. John, author of the Anatomy of society, Margaret Ravenscroft, and some other works of oriental travel.

† Hazlitt, Bowring, Roscoe, Moir, Pringle & many other eminent writers.

‡ Mr. John Murray.

লেন। যদি তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতেন তাহা হইলে তাঁহকে ভারতবর্ষে আর প্রত্যাগমন করিতে হইত না বরং উক্ত কর্ম্মের অর্দ্ধেক লাভে এক্ষণে তিনি অক্লেশে ইংলণ্ডে থাকিতে পারিতেন, কারণ রিচার্ডসন বিষয় কর্ম্মে যেরূপ অজ্ঞ তেমনি জন্ মরে সাহেব উহাতে পরিপক্ব ছিলেন; সুতরাং মরের ন্যায় বিষয় কর্ম্মে সক্ষম ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে রিচার্ডসন সাহেব উক্ত পত্রিকার কৃতকার্য্য হইয়া লাভ করিতে পারিতেন। বাস্তবিক তাঁহার এরূপ গুরুতর ভ্রম আর কখনই হয় নাই এই নিমিত্তে তিনি পরে অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

১৮২৮ খৃঃ অব্দে তিনি "সনেট্‌স"* নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ বৎসরে বিলাতের প্রধান২ পুস্তক বিক্রেতা নির্দ্ধন হওয়াতে তৎকালীন পণ্ডিতগণও রচনা বিষয়ে নিরুৎসাহ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে যে সকল পুস্তক বিক্রেতা স্ব২ বিজ্ঞাপনাদি প্রকাশ করিয়া উক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকার

* "Sonnets."

আনুকূল্য করিতেন তাঁহারা অনেকেই এই রূপে নির্ধন হওয়াতে এই পত্রিকার আয়েরও খর্ব্বতা হইয়াছিল। রিচার্ডসন সাহেব এই সময়ে নানা চিন্তায় আকুল হইয়াছিলেন কারণ তিনি যে বিদায় লইয়াছিলেন তাহার অবসান হওয়াতে ভবিষ্যতে কি প্রকারে কাল ক্ষেপণ করিবেন তাহারও স্থির করিতে হইয়াছিল। বিষয় কর্ম্মে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া এপ্রকার নানা দুর্ঘটনায় তিনি হতাশ হইয়াছিলেন এবং বিবেচনা করিতেন যে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। এই জন্য ১৮২৮ খৃঃ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং ঐ পত্রিকা সম্পাদন করিয়া কোলবরণ* সাহেবকে উহা বিক্রয় করিলেন; কিন্তু উহার লাভের এক অংশী রহিলেন। এ বিষয়ে ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে ঐ পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি হইলে ঐ অংশের লাভেরও বৃদ্ধি হইতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে

* Mr. Colburn.

কোলবরণ সাহেব ঐ পত্রিকার নাম পরিবর্ত্তন করণানন্তর বিশেষ চেষ্টা করিয়া রিচার্ডসনকে ঐ স্বত্বাধিকার চ্যুত করিল। কোলবরণ সাহেব সুচতুর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়াও এরূপ শঠতা প্রকাশ করিলেন ইহাই আশ্চর্য্য!

রিচার্ডসন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর কবিবর টামস ক্যাম্বলের* অধ্যক্ষতায় তাঁহার সুবিজ্ঞ বন্ধুবর্গে মহা সমারোহ পুরঃসর রিচার্ডসনকে এক প্রমোদ ভোজ† প্রদান করতঃ তাঁহার গুণোৎকীর্ত্তন করিল। লণ্ডন নগরস্থ তাৎকালিক সম্বাদ পত্রিকায় উক্ত বিষয়ে যাহা লিখিত হয় তাহাই অনুবাদ করিয়া নিম্ন ভাগে প্রকাশ করা গেল।

"লণ্ডন উইকলি রিভিউ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা সংস্থাপক‡ শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ডি, এল রিচার্ডসন সাহেব আপন কবিত্ব শক্তি ও প্রীতিজনক চরিত্র দ্বারা মহানগর লণ্ডনে সু-

* Thomas Campbell, the Poet. † Farewell dinner.
‡ Projector of "The London Weekly Review."

শিক্ষিত ও দেশ বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায়-গণের প্রীতি ভাজন হইয়াছিলেন এজন্য ভারতবর্ষে তাঁহার প্রত্যাগমন সময়ে উক্ত মহাশয়েরা তাঁহাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন ও মঙ্গলোদ্দেশার্থে ১৮২৯ খৃঃ অব্দে ৩রা জানু-য়ারি শনিবারে "ফ্রি মেসনস্ টাভরণ"* নামক স্থানে একত্রিত হইয়া মহা সমারোহে তাঁহার সহিত প্রমোদ ভোজন করেন।

অপরাহ্নে বেলা ৬৷৹ সাড়ে ছয় ঘণ্টার সময়ে উক্ত ভদ্র ব্যক্তিরা চিত্ত তোষক সুখাদ্য সমুদায় আহারার্থে উপবেশন করেন এবং ভোজন সমাপন হইলে পর সাধারণ রীত্য-নুসারে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক সভাপতি উল্লাসিত হইয়া এই বক্তৃতা করিলেন।

"আমাদের পরম মিত্র ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রিচার্ডসন সাহেবকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনোপলক্ষে এই সভায় উপস্থিত হইয়া অনুপম আনন্দ লাভ করিলাম এবং বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ মিলর† সাহেব ও কবিবৎ অসাধারণ কল্পনা শক্তি সম্পন্ন

* Free Mason's Tavern. † General Miller.

মার্টীন* সাহেব মহোদয়কে অধিষ্ঠিত দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। সেনাপতি মিলর সাহেব যুদ্ধসম্বন্ধীয় কার্য্য অপেক্ষা অন্যান্য মহৎ কার্য্য দ্বারা অধিক যশস্বী হইয়াছেন এবং সুনিপুণ চিত্রকর মার্টীন সাহেব আপন অলৌকিক বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে চিত্রে অদ্ভুত পারিপাট্য দর্শাইয়া অসীম যশোলাভ করিয়াছেন। রিচার্ডসন সাহেবের শারীরিক সুস্থতা প্রার্থনা করিবার সময়ে ইঁহার গুণ বর্ণনা করা অনাবশ্যক কারণ ইঁহার বন্ধু মাত্রেই (বিশেষতঃ যাঁহারা এস্থলে উপস্থিত) সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে রিচার্ডসন সাহেবের মহৎ ও সদন্তঃকরণে অনুতাপ হইবে বটে তথাপি এখানকার প্রধান২ লোকেরাও ইঁহার নিমিত্তে অধিক দুঃখিত হইয়াছেন ইহা স্মরণ হইলে ইঁহার দুঃখের লাঘব এবং পার্থক্যের ক্লেশেরও শান্তি হইতে পারিবে। এক্ষণে এই সভায় উপস্থিত হইয়া সকলকেই দুঃখের অনুশো-

* Mr. Martin the *poet* painter.

চনা করিতে হইল কারণ সুব্যুৎপন্ন ও গুণ-সম্পন্ন প্রিয় বন্ধু রিচার্ডসন সাহেব দূর দেশে গমন করিতেছেন কিন্তু অদ্যতন সভায় প্রণয়পাত্রকে বিদায় প্রদানার্থ উৎসব বোধ না করিয়া বরং ইঁহার সুপ্রশংসিত স্বোপার্জ্জিত বিদ্যা বিষয়ক সুখ্যাতির জন্য আন্তরিক আহ্লাদ প্রকাশ করিবার উপলক্ষ বোধ করাই প্রার্থনীয়। শিষ্টাচার বশতঃ এই সভায় প্রশংসা করা ইঁহার অভিপ্রায় নহে বলিয়া আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে সুকুমার বিদ্যা বিষয়ক ইঁহার স্বোপার্জ্জিত যশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হউক এবং ভারতবর্ষে গমনানন্তর ইঁহার সুকুমার বিদ্যা বিষয়ক উন্নতির কোন প্রতিবন্ধক না হইয়া উঠে। আমাদিগের এই মঙ্গল ইচ্ছা ভারতবর্ষের লোকে বিদিত হইলে ইঁহার সম্মান বৃদ্ধি হইতে পারিবে যে হেতু আমরা অনুরোধে বা অর্থের লোভে কখনই কাহারও প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইনাই"। এবম্বিধ বক্তৃতা করনানন্তর কাম্বেল সাহেব অতি স্নেহ সূচক সদ্বক্তৃতায় রিচার্ডসন সাহেবের শারী-

রিক সুস্থতা প্রার্থনা করিলে সকলেই ঐ উদ্দেশে মহানন্দিত হইলেন। রিচার্ডসন সাহেব সংক্ষেপে স্নেহযুক্ত বক্তৃতায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন। তদনন্তর সভাপতি সেনাপতি মিলর ও সুকবি মার্টিন মহানুভবদ্বয়ের গুণোৎকীর্ত্তন করিয়া জগদীশ্বরের নিকট তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন।

তাঁহারাও সদ্বক্তৃতায় সভাপতিকে ও সভাসদগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং সভা কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর মহা আনন্দিত হইয়া সকলে প্রস্থান করিলেন"।

মহা সভা পার্লিয়েমেণ্টর* নিয়মানুসারে সেনাপতিরা বিদায় লইয়া আপন২ কর্ম্ম হইতে এক কালে কেবল ৫ বৎসরের নিমিত্ত অনাগত হইতে পারেন কিন্তু রিচার্ডসন সাহেব ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়াপেক্ষা বিলম্ব করিয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে আক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবার জন্য যখন কোর্ট আব্ ডিরেক্টরা† হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি বিবেচনা করিয়া

* Parliament. † Court of Directors.

ছিলেন যে ঐ সময় মধ্যে বঙ্গদেশে উপস্থিত হওয়া তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য এজন্য প্রার্থনা হওতে উক্ত কোর্ট "বোর্ড আব্ কণ্ট্রলের"* অনুমত্যনুসারে রিচার্ডসন সাহেবের প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদেশ হইয়াছিল যদ্যাপি রিচার্ড-সন বঙ্গদেশে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত এক মাস পরেও যাত্রা করেন তাহা হইলে নিয়মিত সময় বহির্ভূত হওন জন্য তাহার কর্ম্মের কোন ব্যতিক্রম হইবেক না। অনন্তর তিনি এক অর্ণবযানে যাত্রা করিবার স্থির করিলেন। নবেম্বর মাসের প্রারম্ভে ঐ যাহাজ ভারতবর্ষে যাত্রা করিবে এমন ঘোষণা হইয়া-ছিল কিন্তু ঘটনাক্রমে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিলম্ব হওয়াতে ১৮২৯ খৃঃ অব্দে রিচার্ডসন সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন এজন্য কোর্ট আব্ ডিরেক্টরদিগের নিষ্পত্তি যে অবধি না প্রকাশিত হইয়াছিল বঙ্গ-দেশীয় রাজ কর্ম্মচারিরা সেই পর্য্যন্ত রিচার্ড-সন সাহেবকে আপন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত

* Board of Controul.

রাখিয়াছিল; ইহাতে ইনি আপন উপজীবিকার্থে সাহিত্য বিদ্যার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন। কোর্ট আব্ ডিরেক্টর হইতে অনুকূল প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এই সময়ে তিনি সুকুমার বিদ্যাবিষয়িণী কতকগুলিন পত্রিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং এক বৎসর ছয়মাস আপন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া তিনি যেরূপ ভাবিয়াছিলেন কোর্ট আব্ ডিরেক্টর হইতেও সেইরূপ প্রত্যুত্তর প্রাপ্তে শিলাখানা কর্ম্ম নির্ব্বাহক সম্প্রদায়ের এক জন কর্ম্মচারী হইয়া* কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থিতি করিলেন। পরে কাপ্তানের পদে অধিরূঢ় হইলে প্রার্থনা মতে তিনি শীঘ্র পীড়িত সৈন্য দলভুত হইলেন। ১৮২৯ খৃঃ অব্দ অবধি ১৮৩৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি সুকুমার বিদ্যা বিষয়ক পশ্চাল্লিখিত পুস্তক গুলিন প্রস্তুত করেন।

* He was appointed a member of the Arsenal Committee.

বেঙ্গল আনুএল ১৮৩০ অবধি
১৮৩৬ পর্য্যন্ত* .. ... ৭ সংখ্যা
কলিকাতা লিটরেরি গেজেট্
১৮৩০ অবধি ১৮৩৫ পর্য্যন্ত† ৬ ঐ
কলিকাতা মেগেজিন্ ১৮৩০
অবধি ১৮৩৩ পর্য্যন্ত‡ .. ১০ ঐ

একুনে ২৩ ঐ

১৮৩৩ খৃঃ অব্দে তিনি "ওসিয়ন ইস্কেচেস এণ্ড আদর পোএম্স"§ নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন এবং "লিটরেরি লীব্স"|| নামে আর এক খানি পুস্তক ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে প্রচার করেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে তিনি ভারৎবর্ষের বিখ্যাত গবর্ণর

* Bengal Annual from 1830 to 1836. 7 vols.
† Calcutta Literary Gazette from 1830 to 1835. 6 „
‡ Ditto, Magazine from 1830 to 1833. 10 „

Total 23 vols.

§ The Ocean Sketches and other Poems.
|| Literary Leaves.

জানেরেল লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সহচর হইয়াছিলেন* এবং ঐ লার্ড বাহাদুর ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে পর বঙ্গদেশীয় তৎকালীন শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীল শ্রীযুক্ত টামস. বেবিংটন মেকলে সাহেব রিচার্ডসনকে এই পত্র লেখেন।

Chowringee—Feb. 1835.

My Dear Sir,

I find that we have not the nomination of the Masters of the Hindu College. The Committee of the College—a body almost entirely composed of natives, chooses—we have only a veto. I feel that we have no chance of obtaining the services of any person whose services would be equally valuable with yours, and would assuredly give you all the support in my power.

Believe me ever,
My dear Sir,
Yours very truly,
(Sd.) T. B. MACAULAY.

* He was appointed Aid-de-camp to Lord William Bentinck.

ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া রিচার্ডসন সাহেব আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর ১৮৩৫ খৃঃঅব্দে ১লা আগষ্টে হিন্দুকালেজ নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যাগারের সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হইলেন*। উক্ত বিদ্যালয়ে ইঁহাকে নিযুক্ত করাতে অপর সাধারণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। রিচার্ডসন সাহেব ঐ পদ গ্রহণ করিয়া কিছু দিন পরেই ছাত্রদিগের সুশিক্ষোপযোগী এক পুস্তকের নিমিত্ত শিক্ষা সমাজে এক আবেদন পত্র লেখেন। উহার সভাসদেরা ইঁহাকেই উক্ত পুস্তক প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন এবং প্রস্তুত হইলে পর দুই সহস্র পুস্তক ক্রয় করিতে স্বীকার করিলেন। এবম্বিধ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রিচার্ডসন সাহেব "ব্রিটেণীয় কবিদিগের সারসংগ্রহ"† নামক পুস্তক ১৮৪০ খৃঃঅব্দে প্রস্তুত করিলেন। এক্ষণে উক্ত পুস্তক জনসমাজে বিশেষ

* He was appointed Professor of Literature, Hindu College.

† Selections from the British Poets.

প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ছাত্রেরাও উহার দ্বারা যে কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। ঐ বৎসরেই তিনি স্বকৃত আর কতকগুলিন নূতন রচনা "লিটরেরি লীব্‌স"* নামক পুস্তকে নিবেশিত করণানন্তর উহা দ্বিখণ্ডে পুনর্মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

ব্রিটেনীয় আদি কবি চসর অবধি যাবদীয় কবিগণের জীবন চরিত তাঁহাদের গ্রন্থের সার সংগ্রহ ও দোষ গুণের সমালোচন "ব্রিটেণীয় কবিদিগের সারসংগ্রহ" নামক পুস্তকে সুশৃঙ্খলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সন্‌ডে টাইম্‌স এবং আটলাস† নামক ইংলণ্ডীয় পত্রিকা সম্পাদকেরা এই গ্রন্থের যে রূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম অনুবাদ করিয়া নিম্ন ভাগে প্রকাশ করাগেল।

"কোন২ ব্যক্তি কাব্য শাস্ত্রের প্রতি যে দোষারোপ করেন তাহা রিচার্ডসন সাহেব এই পুস্তকের ভূমিকায় এমন প্রকৃত রূপে খণ্ডন করিয়াছেন যে আমরা অন্য কোন

* Literary Leaves, in 2 vols. 2d Ed.

† Sunday Times and Atlas.

ভাষায় সে রূপ আর পাঠ করি নাই। তিনি সুকুমার বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন ও মনুষ্যের স্বভাবের স্বপক্ষে লিখিয়াছেন এবং অসংখ্য লোক সমাজে ইয়ুরোপ খণ্ডের বুদ্ধির প্রবল কৌশল ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া সমতুল্য রূপে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতার যোগ্যপাত্র হইয়াছেন"।

"এই পুস্তক দ্বারা কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব আপন পরিশ্রম, ক্ষমতা, রসজ্ঞতা ও অধ্যয়নের এক সুন্দর ও অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ নিদর্শন রাখিয়াছেন; ইহা নিঃসংশয়ে ব্যক্ত করা যাইতে পারে যে রিচার্ডসন সাহেব অপেক্ষা এক্ষণকার আর কোন সাহিত্য-বিদ্যা-বিশারদ এই পুস্তক উত্তম রূপ প্রস্তুত করিতে পারিতেন না। এই পুস্তকের প্রথমে ব্রিটেনীয় কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত সুশৃঙ্খল রূপে লিখিত হইয়াছে। উহার রচনার প্রণালী অত্যুত্তম। "লিটরেরি লীব্‌স" নামক পুস্তকে গদ্য রচনায় তিনি কোন২ কবিদিগের গ্রন্থের দোষ গুণের অত্যুত্তম তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। যাঁহারা

উহা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বিলক্ষণ বিবেচনা করিতে পারিবেন যে উহা অপেক্ষা এই পুস্তক কোন অংশেই অপকৃষ্ট নহে"।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ৩০এ এপ্রিল তিনি হিন্দু-কালেজের প্রিন্‌সিপালের পদে অভিষিক্ত হয়েন এবং তিন বৎসর কাল আপন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া ইংলণ্ড গমনাভিলাষে ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করাতে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রেরা এক ধন্যবাদ পত্রে* তাহার গুণোৎকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে একটী চিত্র বিচিত্র রৌপ্য পাত্র† প্রদান করেন। শিক্ষা সমাজের তাৎকালিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত এচ, ভি, বেলী সাহেব‡ তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহারমর্ম্ম নিম্ন ভাগে প্রকটিত হইল।

"আপনি যে রূপ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে হিন্দুকালেজের প্রিন্‌সিপালের কর্ম্ম চারি বৎসর নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ও আপনার

* Address. † Silver Vase. ‡ Mr. H. V. Bayley, then Secretary to the Council of Education.

উপদেশ বাক্য হিন্দুকালেজের ছাত্রবর্গের মনোরম্য হওয়াতে তাহারা যেরূপ সম্মান পূর্ব্বক আপনার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে তাহা শিক্ষা সমাজ অবগত হইয়া আপনার ইয়ুরোপে প্রত্যাগমন উপলক্ষে ঐ সমস্ত স্বীকার করিতেছেন।"

গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন সম্পাদক মহাশয় ঐ উপলক্ষে হিন্দুকালেজের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম নিম্ন ভাগে প্রকটিত হইল।

"এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব যে মহোপকার করিয়াছেন তাহা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ অবগত আছেন; তদাজ্ঞানুসারে আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিতেছি যে রিচার্ডসন সাহেব ইয়ুরোপে গমন করাতে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন"।

১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ১৪ই মার্চ্চ কেনসিংটন গোর* হইতে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনেরেল লার্ড আকলণ্ড† বাহাদুর রিচার্ড-

* Kensington Gore. † Lord Auckland.

সন সাহেবকে যে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন। তাহা নিম্নভাগে অনুবাদিত হইল।

"আমি যখন গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হইয়া ভারতবর্ষে অবস্থিতি করি সেই সময়ে কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব কলিকাতার প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি বিদ্যাবলে ও পরিশ্রম সহকারে যেরূপ আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন ও বাৎসল্য ভাবে যেরূপ ছাত্রগণের প্রতি যত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে আমি সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম"।

তৎকালীন শিক্ষা সমাজাধিপতি মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত সর্ এডোয়ার্ড রায়ন* সাহেব রিচার্ডসন সাহেবকে এই প্রশংসা পত্র প্রদান করেন যথা—

"আপনার উপকার করিতে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিকে প্রশংসা পত্র প্রদান করিতে আমি অযোগ্য, কিন্তু আপনি উহা আবশ্যক বোধ

* Sir Edward Ryan, then President of the Council of Education.

করাতে আমি দৃঢ়রূপে ব্যক্ত করিতেছি যে আপনি সাতিশয় পরিশ্রম ও প্রযত্ন সহকারে এতদ্দেশে শিক্ষা প্রদান বিষয়ে মহোপকার করিয়াছেন”।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে তিনি “এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান পাসেজ”* নামে এক খানি পুস্তক প্রচার করেন। ঐ বৎসরে ভারতভূমিতে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা মহানগরীতে হরকরা নামক বিখ্যাত দৈনিক সম্বাদ পত্রিকা সম্পাদন করিতে নিযুক্ত হইলেন। কিয়দ্দিবসান্তর বঙ্গদেশের ডিপুটী গবর্ণর বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটরি† অর্থাৎ তাঁহার নিজ সম্পাদক, রিচার্ডসনকে এই পত্র লেখেন।

“His Honor desires me to say that he shall feel great satisfaction in nominating you to the appointment, and he is fully sensible that he is consulting the interests of the state in securing the services of an officer so able and zealous as yourself in the cause of Education.”

গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে তিনি শ্রীল

* Anglo Indian Passage.
† Private Secretary.

শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ নবদ্বীপাধিপতির রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে এক নূতন কালেজ স্থাপন করেন এবং উহার উন্নতি সাধন করণানন্তর ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মৃত মহাত্মা মামুদ মোশিন কর্ত্তৃক স্থাপিত "হুগলী কালেজ" নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের প্রিন্‌-সিপালের পদে অধিরূঢ় হইলেন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে "ব্রিটেনীয় কবিদিগের সারসংগ্রহ" নামক পুস্তক হইতে কবিদিগের জীবন চরিত উৎকৃষ্ট ও পৃথক করতঃ অন্য আর এক খানি "ব্রি-টেনীয় কবিদিগের জীবন চরিত"* নামক পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ বৎসরেই "লিট-রেরি চিট্‌চাট্"† নামে আর এক খানি পুস্তক তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের আকৃটবর মাসে পুনর্ব্বার হিন্দু কালেজের প্রিন্‌সিপাল হইয়া এক বৎসর কাল তিনি আপন কার্য্য সম্মান পূর্ব্বক ও সুচারুরূপে

* Lives of the British Poets.

† Literary Chit-Chat.

নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে তিনি "এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান পাসেজ"* নামক পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করেন। দুরদৃষ্টক্রমে শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষ মৃত মহাত্মা বিটন্ সাহেবের† সহিত কিছু মনান্তর হওয়াতে ঐ বৎসরের আকৃটবর মাসে তিনি আপন ইচ্ছাক্রমে হিন্দু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া সুবিখ্যাত "ওরিএন্টল সেমিনেরি" বিদ্যালয়ের সাহিত্য-শাস্ত্রাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং সুশিক্ষা প্রদান করতঃ অল্প কাল মধ্যেই এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিলেন। কলিকাতা নগরীয় "সুপ্রিম কোর্ট" নামক বিচারালয়ের তৎকালীন প্রধান বিচারকর্ত্তা মহামতি শ্রীল শ্রীযুক্ত সর্ লরেন্স পীল‡ সাহেব ও "লামার্টিনিয়র" নামক বিখ্যাত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেনরি উড্রো সাহেব§ ও "পেরেন্টল একাডেমী" নামক

* Anglo Indian Passage, 2nd Edition.

† The late Hon'ble J. E. D. Bethune.

‡ Sir Lawrence Peel, late Chief Justice of the Supreme Court of Calcutta. § Mr. Henry Woodrow, then Principal of the La Martiniere.

প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মৃত পাদরি মর্গন* সাহেব মহাশয়েরা উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিয়া উহার উন্নতি বিষয়ে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা বোধ হয় পাঠক বর্গেই শ্রুত আছেন। এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ বিবেচনা করিতে পারিবেন যে রিচার্ডসন সাহেব আপন সুশিক্ষা ও পরিশ্রম দ্বারা ঐ বিদ্যালয়ের কি-পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে তিনি স্বকৃত টীকাসমেত লার্ড বেকন সাহেবের ইংরাজি রচনা সকল† প্রচার করেন এবং ১৮৫২ খৃঃ অব্দে "লিটরেরি রিক্রএশন"‡ নামক পুস্তক প্রস্তুত করেন। "কলিকাতা কোয়াটারলি রিবিউ" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার ৩১ সংখ্যায় ঐ গ্রন্থের দোষ গুণের বিশেষ সমালোচন হইয়াছে। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত তিনি উক্ত বিদ্যা-

* The late Revd. J. Morgan, Rector, Parental Academic Institution.

† Essays of Lord Bacon with explanatory Notes.

‡ Literary Recreation, criticised at great length in the Calcutta Quarterly Review, No. XXXI.

লয়ে সুশিক্ষা প্রদান করেন ইতিমধ্যে শিক্ষা সমাজের আদেশানুসারে হিন্দুকালেজে এক জন মুশলমান ছাত্র নিযুক্ত হওয়াতে কলিকাতার প্রধান২ সম্ভ্রান্ত হিন্দু লোকেরা সভাস্থ হইয়া রোষ প্রকাশ করতঃ মৃত মহাত্মা মতিলাল সিল কর্ত্তৃক স্থাপিত "সিলস্ ফ্রি কালেজ" নামক বিদ্যালয় অবলম্বন করিয়া হিন্দু বালকদের শিক্ষার্থে "হিন্দু মিট্রপলিটন কালেজ" স্থাপন করিলেন এবং রিচার্ডসন সাহেবকে উহার প্রিন্সিপালের পদে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর তিনি ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের মে মাসের ২রা তারিখে ঐ পদ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের আদেশানুসারে ঐ দিবসেই কালেজ্ সম্বন্ধীয় সকলের উৎসাহার্থে এক সদ্বক্তৃতা করেন। অনন্তর রিচার্ডসন সাহেব এই রূপে এই বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়া অসীম পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে ছাত্রদিগকে অতি সুশিক্ষা প্রদান করিয়া ও অন্যান্য সহকারী শিক্ষকদিগকে আপন২ কার্য্যে বিলক্ষণ উৎসাহান্বিত করিয়া অল্প

কাল মধ্যেই এই বিদ্যালয়েরও উন্নতি সম্যক রূপে সাধন করিয়াছেন। বোধ হয় বঙ্গদেশে কোন বিদ্যালয়ের এত শীঘ্র এরূপ উন্নতি হয় নাই। এজন্য এইবিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তারা সন্তুষ্ট হইয়া আপনাদিগের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ চেইন সমেত একটা সোণার ঘড়ী রিচর্ডসনকে যে পত্র লিখিয়া প্রদান করেন তাহা নিম্ন ভাগে অনুবাদিত হইল।

শ্রীযুক্ত কাপ্তেন ডি. এল, রিচার্ড্সন,
হিন্দু মিট্রপলিটন কালেজের
প্রিন্সিপাল মহাশয়েষু।

নয় মাস গত হইল "হিন্দু মিট্রপলিটন কালেজ" স্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ইহার নাম বিখ্যাত হইয়া ইহা এমন অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে যে সুহৃদ্গণ ইহার ভাবি উন্নতির বিলক্ষণ আশা করিতে পারেন। বঙ্গদেশের কোন বিদ্যালয়ের এরূপ আশু শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই এজন্য ইহার স্থাপনা বিষয়ে যে মহোদয়েরা আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাঁহারা ইহার শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ স্বরূপ তাঁহারাই অধ্যক্ষগণের

কৃতজ্ঞতার যথার্থ যোগ্য পাত্র। কিন্তু অপর দেশীয় ও অপর জাতীয় হইয়াও যিনি অসময়ে সাধ্যানুসারে স্থাপন কারিদিগের সাহায্য করিয়াছেন এবং প্রিন্‌সিপালের পদে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে এই কালেজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রবৃত্ত আছেন তাঁহাকে কেবল কথায় ধন্যবাদ না দিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কিছু দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য এজন্য কালেজের কর্ম্মকর্ত্তাদের অনুমত্যনুসারে আপনাকে চেইন সমেত একটী সোণার ঘড়ী প্রদান করা যাইতেছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। আপাততঃ এই দান সামান্য বোধ হইতে পারে কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তারা বিলক্ষণ জানেন যে এতদ্রূপ বিষয়ে আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ইহার প্রকৃত মূল্য বিবেচনা না করিয়া মনে করিবেন যে ইহা কেবল তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

৩১এ জানুয়ারি ১৮৫৪ খৃঃঅব্দ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত
শ্রীকৃষ্ণ মোহন মল্লিক
সম্পাদক।

রিচার্ডসন সাহেব উহার এক সদুত্তর প্রদান করণানন্তর হিন্দু মিট্রপলিটন কালেজের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ করিলেন এবং বিশেষ উৎসাহান্বিত হইয়া সাতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে আপন কর্ম্ম সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ১৮৫৫ খৃঃঅব্দে অনেক নূতন টীকা সমেত লার্ড বেকনের ইংরাজি রচনা সকল পুনর্মুদ্রিত করেন* এবং ঐ বৎসরে "পুষ্প ও পুষ্পোদ্যান"† নামক আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের মার্চমাস পর্য্যন্ত উক্ত কালেজের প্রিন্সিপালের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন ও ছাত্রগণকে উত্তম রূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া এপ্রিল মাসে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর তাঁহার সুহৃদ্গণ, ছাত্রবর্গ এবং অন্যান্য প্রশংসা কারিরা সকলে আসিয়াটিক সোসাইটির বাটীতে‡ একত্রিত হইয়া তাঁহার ইয়ুরোপ যাত্রা করিবার সময়ে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ কোন

* Bacon's Essays with explanatory Notes, 2nd Ed.

† Flowers and Flower Garden.

‡ Asiatic Society's Premises.

দ্রব্য প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া চাঁদা করেন। উহাদ্বারা এক রৌপ্যের ভোজন পাত্র ক্রয় করিয়া তাঁহাকে প্রদান করণার্থ স্থির করিয়া ২২এ এপ্রিল বুধবার বেলা ৪॥ ঘণ্টার সময়ে হিন্দু মিট্রপলিটন কালেজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে সমুচিত সম্মান পুরঃসর আহ্বান করিলেন। তদনুসারে তিনি তথায় সমূহ সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত লোক সমাজে উপস্থিত হইলে পর উক্ত বিদ্যালয়ের গণিত বিদ্যাধ্যাপক উইলিয়ম মাষ্টর্স* সাহেব আপনার ও সহকারী শিক্ষকগণের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শক এই পত্র পাঠ করিলেন।

"আপনি শারীরিক অসুস্থতা জন্য শীঘ্র ইয়ুরোপ যাত্রা করিবেন ইহা শুনিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। এই অবসরে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে আপনার মঙ্গল হউক ও সুস্থ শরীরে আপনি আমাদিগের নিকট প্রত্যাগমন করেন। এই কালেজ স্থাপন হওনাবধি আপনি ইহার

* Mr. William Masters, Professor of Mathematics, Hindoo Metropolitan College.

প্রিন্‌সিপালের পদে নিযুক্ত থাকাতে এক্ষণে ইহা এমন উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কর্ম্মে দক্ষতা ও সুকুমার বিদ্যায় আপনার সুখ্যাতি থাকাতে অল্প কাল মধ্যে এই বিদ্যালয়ে বহু সংখ্যক ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে। আপনি অধ্যবসায় ও যত্ন প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করাতে এক্ষণে এই কালেজের এমন শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরব হইয়াছে। এস্থলে আপনার অন্যান্য সদ্গুণ উল্লেখ করা অনাবশ্যক. এজন্য আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে শিক্ষা প্রদান বিষয়ে আপনি আমাদিগকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন। আপনার ন্যায় নম্র স্বভাব ও বিজ্ঞ প্রিন্‌সিপালের নিকট কর্ম্ম করিতে আমরা সততই আনন্দিত হই। আপনি অসুস্থতা প্রযুক্ত ইংলণ্ড যাত্রা করিতেছেন ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি যে আপনি নিরাপদে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া সুস্থ শরীর হউন”।

উহা সমাপ্ত হইলে পর রিচার্ডসন সাহেবের ছাত্রবর্গ ও বন্ধুগণ প্রভৃতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশক এই পত্র শ্রীযুক্ত বাবু গৌরদাস বসাক পাঠ করিলেন।

"হিন্দু বালকদিগের ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা প্রদানার্থ আপনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। যদিও অল্পকালের নিমিত্ত ইংলণ্ড যাত্রা করিতেছেন তথাচ এ সময়ে আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। আপনি অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক এতদ্দেশীয় ছাত্রদিগের বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিংশতি বৎসর যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। এবং ছাত্রগণ সন্নিধানে আপনি যে রূপ সম্মান ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন বোধ হয় আর কখন কোন শিক্ষক সেরূপ হয়েন নাই। আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। এক্ষণে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ আমরা এই রৌপ্যের ভোজন পাত্র সমুচিত সম্মান পুরঃসর প্রদান করিতেছি; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। আমরা পরমেশ্বরের

নিকট প্রার্থনা করি যে আপনি ইংলণ্ডে নিরাপদে যাত্রা করিয়া সুস্থ হওনানন্তর ভারতভূমিতে শীঘ্র পুনরাগমন করেন"।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু মিট্রপলিটন কালেজের ছাত্রগণের এক ধন্যবাদ প্রকাশক পত্র পাঠানন্তর ছাত্রগণের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ রিচার্ডসন সাহেবকে একটী ক্লক-ঘড়ী ও একটী রৌপ্যের মস্যাধার প্রদান করিলেন। এই রূপ মহা সমারোহে ও আনন্দে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর রিচার্ডসন সাহেব উহাতে এক সদুত্তর প্রদান করেন। অনন্তর সভাভঙ্গ হইল।

ওরিএণ্টল সেমিনারি নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণ আপনাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শাইবার নিমিত্ত ২৪এ এপ্রিল শুক্রবার সায়ংকালে ঐ বিদ্যালয়ে রিচার্ডসন সাহেবকে আহ্বান করিলেন। ইনি তথায় উপস্থিত হইলে পর তথাকার সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল সরকার এক ধন্যবাদ পত্র পাঠ করিয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ চেইন সমেত একটী সোণার ঘড়ী ও একটী রৌপ্যের বাক্স ইঁহাকে প্রদান করিলেন।

রিচার্ড্সন সাহেব উঁহাতে এক সদুত্তর প্রদান করণানন্তর শিষ্টাচার পূর্ব্বক তাহা-দিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ইয়ুরোপে যাত্রা করিলেন।

যে মহাত্মারা বহু ইংরাজি গ্রন্থের যথার্থ রূপ রসাস্বাদ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ২ কহেন যে সাংসারিক বিষয় বর্ণনা করিতে রিচার্ড্সন সাহেবের কবিত্বশক্তি অ-লৌকিক। স্বামী, জনক, জননী এবং বন্ধু-প্রভৃতির আন্তরিক স্নেহ তৎকর্ত্তৃক প্রকৃত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার গদ্য বা পদ্য রচনাই হউক, মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে এই বিবেচনা হয় যে উহা কোন কোমল ও প্রেমময় অন্তঃকরণ হইতে বিনির্গত; ও তৎ-পাঠে পাঠকবর্গের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনার নিবৃত্ত হউক এই অভিপ্রায়ে লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

সুবিচক্ষণ পাঠক মাত্রেই বিবেচনা করিতে পারিবেন যে ইঁহার রচনা স্থির চিত্তে পাঠ করিলে বোধ হয় যেন মনোমধ্যে দয়া ও বিচক্ষণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। আর উহা পাঠ করিতে২ আমাদিগের মন যেন

কারুণ্য রসে পরিপূরিত হয়। ইহাই এই রচনার চমৎকারিত্ব। উহা প্রকৃত স্বভাবানুযায়িনী ও স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে ভূষিতা নতুবা এরূপ চমৎকারিণী ও মনোহারিণী কদাচ হইত না। কোনং ব্যক্তি মাধুর্য্য বর্জ্জিত ও লালিত্য বিহীন নীরস্ শব্দাড়ম্বরকেই প্রকৃত কবিত্ব শক্তির লক্ষণ জ্ঞান করিয়া থাকেন বটে কিন্তু রিচার্ডসনের রচনা পাঠে যে ভাবোদয় হইয়া থাকে তাহাও কবিত্ব শক্তির এক প্রকৃত লক্ষণ বলিতে হইবে।

ইঁহার রচনা স্বাভাবিক কোমল ও সুললিত উহাতে অত্যুক্তি প্রায় দৃশ্য হয় না। উহা পাঠ করিবামাত্র চমৎকারিত্ব প্রতীয়মান হয় না বটে কিন্তু ক্রমশঃমনকে মোহিত করিতে থাকে। নবং দুর্ব্বাদলময় ক্ষেত্র সন্দর্শন ও ভ্রমণে মন আনন্দিত হইলে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যেমন অনিচ্ছা জন্মে তদ্রূপ রিচার্ডসন সাহেবের রচনা পাঠ করিতেং চিত্ত প্রফুল্ল হইলে পাঠে নিবৃত্ত হইতে অনিচ্ছা হয়। রিচার্ডসনের লেখায় কোন দুঃস্বভাব, দ্বেষ বা আত্মশ্লাঘার চিহ্ন

দৃশ্য হয় না। রিচার্ডসন সাহেব সকল বিষয়ের দোষ পরিহার করিয়া গুণই পরিগ্রহ করেন। এজন্য ইঁহার লেখা পাঠকবর্গের বিশেষ মনোনীত ও আনন্দদায়ক হয়। অতএব বোধ হয় ইঁহার অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূরিত। "গ্রীষ্ম ও শীত কাল" বিষয়ক তৎপ্রণীত রচনা* পাঠে উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

কবিতায় ইনি প্রকৃত রূপ বর্ণনা করিতে পারেন। কেহ২ কহিয়া থাকেন যে ইনি অচেতন পদার্থেরই উৎকৃষ্ট বর্ণনা করিতে পারেন কিন্তু মানব জাতির স্বভাব ও অন্যান্য চেতন পদার্থেরও এমন উৎকৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহা মহাসমুদ্রের মানচিত্র বর্ণন অপেক্ষাও ভাল।

তৎকৃত গদ্য ও পদ্য রচনার সাধারণ রূপে প্রশংসা করাগেল। এক্ষণে এই স্থলে ইঁহার গদ্য রচনার বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যাইতেছে। ইনি অতি সু-ললিত ও সাধুশব্দ প্রয়োগ করেন এবং আপন অভিপ্রায় এমন সহজে ব্যক্ত করেন

* Essay on "Summer and Winter."

যে তাহা পাঠ করিবা মাত্র তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায়। বোধ হয় এ বিষয়ে অত্যল্প গ্রন্থকার ইঁহার অপেক্ষা ভাল। ইঁহার সকল রচনায় কোমলত্ব ও পরিশুদ্ধতা দৃশ্য হয়। বোধ হয় এ বিষয়ে ইনি অতুল্য। ইঁহার সকল লেখাতেই প্রকাশ পায় যে ইনি সুশিক্ষিত ও সুরসজ্ঞ যেহেতু ইনি শব্দ প্রয়োগে মিথ্যা আড়ম্বর বা কোন মন্দ অভিপ্রায় দ্বারা পাঠক বর্গের দুষ্প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। লেখার অভিপ্রায় যেমন ভাল ইঁহার রচনাও সেইরূপ প্রণালীযুক্ত। ইনি যে অসংখ্য পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাহা ইঁহার লেখাতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু ইনি লেখাতে সেরূপ কিছুই আড়ম্বর করেন নাই। তদ্দ্বারা বোধ হয় যে ইঁহার পুস্তকগত বিদ্যা নহে। ইনি গ্রন্থের দোষ গুণ প্রকৃত রূপে নির্ণয় করিতে পারেন। নীতি ও চরিত্র বিষয়ক রচনা সকলে ইনি মনুষ্যের স্বভাবের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

কবিতা, জীবন্ত চরিত এবং দোষ গুণ

বিচারণীয় ইতিহাস রিচার্ডসন সাহেব বিশেষ রূপ পাঠ করিয়াছেন। ইনি লাটিন ও গ্রীক, গণিত ও পদার্থ বিদ্যায় পারদর্শী নহেন। কিন্তু নীতিজ্ঞ ও গ্রন্থের দোষ গুণের অত্যুত্তম বিচারক। কোন কবিতা, রচনা, প্রতিমূর্ত্তি বা নৃত্য বিষয়ে ইনি উত্তম রূপে বিবেচনা করিতে পারেন। গ্রন্থের দোষ গুণের সামান্য বিচারকের ন্যায় ইঁহারও কতকগুলিন কুসংস্কার আছে। কিন্তু উহা অনধিক ও অপ্রবল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, হাজ্‌লিট্‌, কীট্‌স, লিহন্ট ও চারল্‌স ল্যাম্বের ন্যায় বিখ্যাত গ্রন্থকারকদিগকে ইনি অন্তঃকরণের সহিত প্রশংসা করেন এবং পোপ ও আডিসনের রচনা পাঠ করিয়া আনন্দিত হয়েন। কিন্তু বসওয়েল্‌ সাহেব কর্ত্তৃক প্রণীত পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকে জনসনের বিষয়ে লেখার আড়ম্বর সহ্য করিতে পারেন না*।

* He is a cordial admirer of such writers as Wordsworth, Shelley, Hazlitt, Keats, Leigh Hunt and Charles Lamb, but he can read Pope and Addison with pleasure, though he cannot tolerate Johnson's inflations any where else than in Boswell's book.

কোনং বিষয়ে রিচার্ডসনকে লিহণ্টের সহিত তুলনা করা যায়। লিহন্ট যে রূপ অনুভাবক ও বহু ভাষাজ্ঞ রিচার্ডসন সে রূপ নহেন কিন্তু ইনি অধিক রসজ্ঞ এবং ইংরাজি সুকুমার বিদ্যায় প্রায় তাঁহার ন্যায় পারদর্শী এবং গ্রন্থের দোষ গুণ প্রভেদ করিবারও তত্তুল্য ক্ষমতা ধারণ করেন। "লিটরেরি লীবস্" নামক পুস্তকে ড্রমণ্ড, পোপ্, বিবি সারলট ইস্মিত ও অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের দোষ গুণের অত্যুত্তমরূপে সমালোচন করিয়াছেন। এবং মহাকবি সেক্সপিয়র প্রণীত নাটকের সাইলক নামক ব্যক্তির চরিত্রের অতি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়াছেন*। ঐ বিষয়ে রিচার্ড-সন যে রূপ অনুমান করিয়াছেন তাহাতে সকলেই ঐক্য হয়েন। কারণ দেশীয় কু-সংস্কার জন্য যে সকল দোষ উদ্ভব হয় তাহা ক্ষমা করিতে সকলেই আন্তরিক যত্ন করেন।

* In the Literary Leaves there are some able criticisms on Drummond, Pope, Brydges, Mrs. Charlotte Smith and others, as likewise a most subtle enquiry into the character of Shakespear's Shylock.

শিক্ষকতা কার্য্যে ইনি বিশেষ পারদর্শী। এতদ্দেশে ইঁহার মত শিক্ষক অতি অল্প আছেন। শিক্ষা প্রদান কালে ইঁহার সু-চতুরতা, বাক্যের কৌশল এবং পাণ্ডিত্য এরূপ যে ছাত্রেরা মহা আনন্দিত হইয়া সু-কঠিন গ্রন্থের তাৎপর্য্য সহজেই গ্রহণ করিতে পারেন। ইনি ছাত্র বৎসল এবং তাহাদের উপকারার্থে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন। বোধ হয় কোন শিক্ষক ইঁহার ন্যায় ছাত্রদিগের প্রিয় হয়েন নাই। ইহাই তাঁহার সুশিক্ষকতা ও সৎস্বভাবের এক বিশেষ প্রমাণ।

ইঁহার অসাধারণ চিন্তাশক্তি, কঠিন গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও দোষ গুণ বিচার করিবারে প্রকৃত ক্ষমতা এবং প্রশ্ন সমাধানে তৎপরতা থাকাতে ইনি যে এতদ্দেশীয় কালেজের শিক্ষকতা পদের প্রকৃত যোগ্যপাত্র ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইনি অতি সদ্বক্তা। অপর ব্যক্তিরা ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবা-মাত্র বোধ করেন যে ইনি প্রতিভা সম্পন্ন ও সুপণ্ডিত। কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ,

ছবি, বা খোদিত প্রতিমূর্ত্তি বিষয়ে ইঁহার বক্তৃতা অতি মনোহর। ইনি স্বদেশের বিষয় প্রকৃত রূপে বর্ণনকরিতে পারেন। আপন বুদ্ধির কৌশল প্রদর্শাইবার নিমিত্ত ইনি বিশেষ চেষ্টা করেন না; কিন্তু অতি সামান্য বিষয়েও আনন্দিত হইয়া কালক্ষেপ করেন। বোধ হয় কবিতা বা অন্যান্য বিষয়ক রচনা করিবার অপেক্ষা রিচার্ডসন অন্যান্য সামান্য বিষয়েও অধিক মনোযোগী হয়েন। অন্যান্য গ্রন্থকার অপেক্ষা ইনি অতিশয় অলস। রচনা করিতে ইঁহাকে প্রবৃত্ত করা সুকঠিন। ইনি যত রচনা করিতে পারেন তাহা করেন নাই। অধিক ক্ষণ নিযুক্ত থাকিয়া কোন গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে ইঁহার মনের দার্ঢ্য ও ধৈর্য্য থাকে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইনি যাহা লেখেন তাহাই প্রায় উৎকৃষ্ট হয়। অধিক ক্ষণ ইঁহাকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা সুকঠিন। হঠাৎ কোন চিন্তা উদয় হইলেই ইনি লেখনী ধারণ করেন। কিন্তু বিরক্ত হইয়া অবিলম্বেই উহা ত্যাগ করেন। শারীরিক অসুস্থতাই এই অস্থির-

তার প্রধান কারণ বোধ হয়। অসুস্থতার জন্য ইনি অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন। শারীরিক শৈথিল্য হেতু ইঁহার শরীরে অনেক বেদনা উপস্থিত হইত। তাহাতে চিত্তোদ্বেগ হইয়া ইনি মানসিক চিন্তায় নিবৃত্ত হইতেন। ইনি গ্রন্থের দোষ দেখাইবার অসাধারণ ক্ষমতা ধারণ করেন কিন্তু প্রকাশ করেন না। রিচার্ডসন কখন কোন নাট্যশালায় স্বয়ং নাট্যক্রীড়া করেন নাই কিন্তু নর্ত্তকরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। ইনি কাম্পনিক কথোপকথনে নিযুক্ত হইয়া ভিন্ন স্বরে ও ভিন্ন ভাষায় প্রকৃত রূপে অন্যের অভিপ্রায়ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা অনেকেই বিদিত আছেন। চিত্র বিষয়ে ইনি সুবিচারক এবংস্বয়ং চিত্র বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ। তৎপ্রণীত "উইক্লি রিবিউ" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় শিল্প বিদ্যা বিষয়ক সমুদায় প্রস্তাবই ইঁহা কর্ত্তৃক প্রকটিত। তত্তাবৎ অতি প্রশংসার যোগ্য। সেই সকল প্রবন্ধে চিত্র বিষয়ের প্রকৃত রূপে ইতর বিশেষ প্রভেদ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে রিচার্ডসন মহামহোপাধ্যায়

ও শিল্পীদিগের সহিত সহবাস করিতেন। এখানে ইঁহাকে কোন সভায় উপস্থিত হইতে সর্ব্বদা দেখাযায় না। ইনি আতিথেয় এজন্য কোন স্থানে না গিয়া আপন আলয়েই বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি দয়ালু, সুশীল ও সভ্য। পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই ইঁহার সদ্গুণ ও সৎ স্বভাব জন্য ইঁহাকে ভালবাসেন ও সম্মান করেন। পত্রিকা সম্পাদকের বিপক্ষে লোকে কত অভিযোগ করিয়া থাকে তাহা পাঠকবর্গে বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন : কিন্তু বহু কালাবধি ইনি পত্রিকা সম্পাদকতা কার্য্য নিষ্পাদন করিতেছেন তথাপি ইঁহার প্রতি কেহ কথন কোন অভিযোগ বা শত্রুতা সাধন করেন নাই। আর বহু গুণ সম্পন্ন হইলেও চরিত্রে দোষ থাকিলে মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দুঃসাধ্য। ইহাদ্বারাই পাঠকবর্গ রিচার্ড্‌সনের চরিত্র বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ